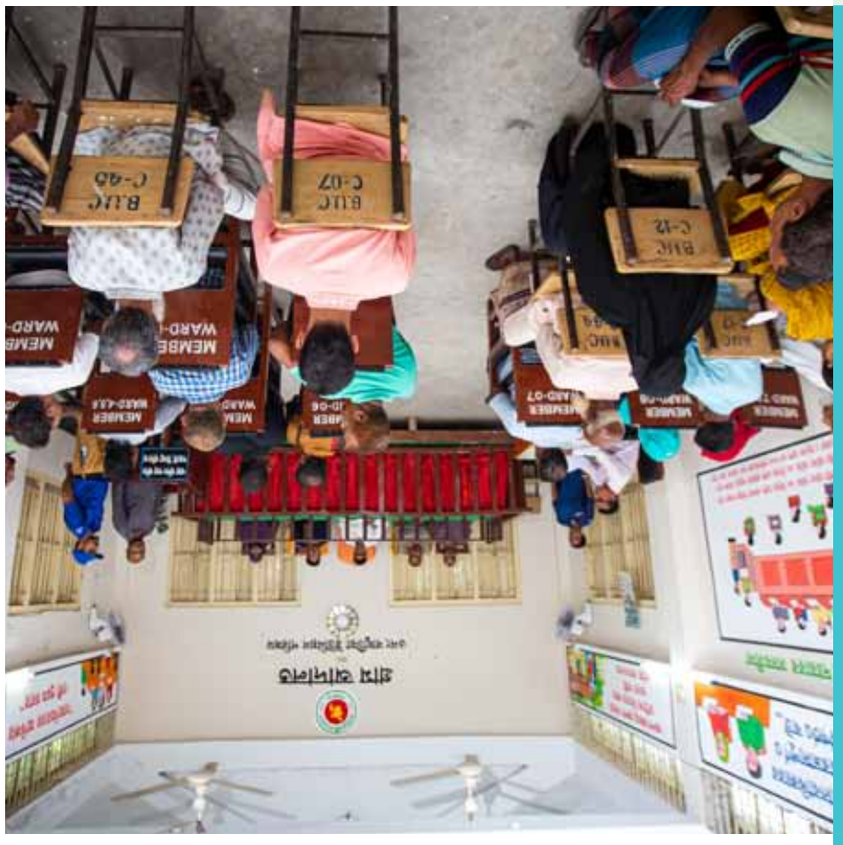

বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ - ৩য় পর্যায় প্রকল্প
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

Co-funded by the European Union

জেন্ডার সংবেদনশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক গ্রাম আদালত

১৬ শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান

৫ জেন্ডার সমতা

আইনি ভিত্তি: গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ এবং গ্রাম আদালত বিধিমালা, ২০১৬

- স্ত্রী তার বকেয়া ভরণপোষণ/খোরপোষ আদায়ের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম আদালতে মামলা করতে পারবেন (দ্বিতীয় তফসিল ক্রম-৭)।
- কোন নারীকে অপমানের উদ্দেশ্যে শব্দ করা, কথা বলা, অঙ্গভঙ্গি করা বা অশোভন ছবি/বস্তু প্রদর্শন করা হলে গ্রাম আদালত ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ দিতে পারবে (প্রথম তফসিল, ফৌজদারি মামলা, দন্ডবিধির ৫০৯ নম্বর ধারা)।
- দেওয়ানি এবং ফৌজদারি মামলায় নারীর স্বার্থ জড়িত থাকলে সংশ্লিষ্ট পক্ষ সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে একজন নারীকে প্যানেল সদস্য হিসেবে বাধ্যতামূলকভাবে মনোনয়ন প্রদান করবেন [ধারা ৫(১)]।
- পক্ষগণ প্যানেল সদস্য হিসেবে নারী বা পুরুষ - উভয়কেই মনোনয়ন দিতে পারবেন [ধারা ৫(১)]।
- পর্দানশীন নারী, বৃদ্ধা বা শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আদালতে হাজির হতে অক্ষম হলে, অনুমোদিত প্রতিনিধি তার হয়ে হাজির হতে পারবেন। প্রতিনিধি কোনো পারিশ্রমিক নিতে পারবেন না [ধারা ১৫(২)]।

জেন্ডার সংবেদনশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক গ্রাম আদালত বাস্তবায়নের কৌশল:

১. নারী নেতৃত্ব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক গ্রাম আদালত প্রতিষ্ঠা

- জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা।
- ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী সদস্যদের গ্রাম আদালতে প্যানেল সদস্য হিসেবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
- যুব-যুবতীদের সম্পৃক্ত করে সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে জেন্ডার চ্যাম্পিয়ন হিসেবে গড়ে তোলা।

জেন্ডার সংবেদনশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক গ্রাম আদালত

স্থানীয় সরকার বিভাগ, ইউএনডিপি ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত হচ্ছে "বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ - ৩য় পর্যায় প্রকল্প"। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো নারী-পুরুষের সমঅধিকার নিশ্চিত করা এবং গ্রামীণ মানুষের জন্য সহজ, দ্রুত ও স্বল্প খরচে ন্যায়বিচার পৌঁছে দেওয়া। গ্রাম আদালত সাধারণ মানুষের জন্য একটি সহজ ও কার্যকর বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা, যা আইনি জটিলতা কমিয়ে দ্রুত বিচার নিশ্চিত করছে। এতে নারীদের বিচার পাওয়ার সুযোগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ বেড়েছে।

তবে এখনো অনেক নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, যেমন-ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, হিজড়া, দলিত ও দরিদ্র মানুষ গ্রাম আদালতের সেবা সম্পর্কে পর্যাপ্তভাবে অবগত নন। তাই গ্রাম আদালতকে জেন্ডার সংবেদনশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে প্রশিক্ষণ, সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম এবং জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ জোরদার করা প্রয়োজন। এর ফলে নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য ন্যায়বিচারে প্রবেশাধিকার আরও সহজ ও কার্যকর সহজপ্রাপ্য হবে, যার মাধ্যমে তারা নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়ে দেশের উন্নয়নে সক্রিয়ভাবে অবদান রাখতে পারবে।

জেন্ডার সংবেদনশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক গ্রাম আদালত বাস্তবায়নের কৌশল:

২. নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধি

- সামাজিক ও আচরণগত পরিবর্তনে স্থানীয় ভাষায় প্রচার প্রচারণা।
- নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার নিয়ে স্থানীয় সংগঠনের সাথে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, হিজড়া, দলিত ও অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে তথ্য কার্যকরভাবে পৌঁছে দিতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সমূহের সঙ্গে সমন্বয় ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা।

জেন্ডার সংবেদনশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক গ্রাম আদালতের বৈশিষ্ট্য

- নারী-পুরুষ ও আর্থ-সামাজিক ভেদাভেদ ব্যতিরেকে গ্রাম আদালতে বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপ ন্যায়সংগতভাবে সম্পন্ন করা।
- গ্রাম আদালতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবা প্রাপ্তির জন্য ইউনিয়ন পরিষদে তাদের প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করা।
- গ্রাম আদালতে সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, হিজড়া, দলিত ও অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাচ্ছন্দ্যময়, সম্মানজনক ও মর্যাদাসম্পন্ন অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করা।
- গ্রাম আদালতে নারীদের জন্য নিরাপদ ও সহায়ক পরিবেশ গড়ে তুলতে ইউনিয়ন পরিষদে পৃথক বসার ব্যবস্থা, পরিচ্ছন্ন টয়লেট, নিরাপদ খাবার পানি ও ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার নিশ্চিত করা।
- গ্রাম আদালতে নারী প্যানেল সদস্যদের মতামত প্রকাশের অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করা।